গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অধিশাখা-৩
www.mohpw.gov.bd

নম্বরঃ ২৫.০০.০০০০.০১৫.৯৯.০০৫.১৮-৬১২

তারিখঃ ১২ কার্তিক ১৪২৮ / ২৭ অক্টোবর ২০২১

বিষয়ঃ ক্রয়/তালিকাভুক্তি/নিবন্ধন/সনদপত্র প্রদান ইত্যাদি সংক্রান্ত নীতিমালাতে E-TIN সনদপত্রের পাশাপাশি সর্বশেষ অর্থবর্ষের আয়কর রিটার্নের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র (acknowledgment slip) দাখিল বাধ্যতামূলক করা প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ঢাকা স্মারক নং- ০৮.০১.০০০০.০৩৮.০৫.০১০.২০২১.৩৭৫, তারিখ: ২৫-০৩-২০২১ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রে বর্ণিত পত্রের ছায়ালিপি এ সাথে প্রেরণপূর্বক পত্রের মর্মানুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে ০৪ফর্দ।

অভিজিৎ রায়
উপসচিব
দূরালাপনী-৯৫১২২৩১

বিতরণ (কার্যার্থে) (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ (প্রশাসন-২)/ (উন্নয়ন-১)/ (অডিট)/ (মনিটরিং)/ (আইন উপদেষ্টা), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৩. প্রধান স্থপতি (চলতি দায়িত্ব), স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৪. চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ/চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
৫. পরিচালক, সরকারি আবাসন পরিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক, এইচ বি আর আই, ১২০/৩ দারুস সালাম, মিরপুর রোড, ঢাকা।
৭. পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৮. পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নম্বরঃ২৫.০০.০০০০.০১৫.৯৯.০০৫.১৮

তারিখঃ কার্তিক ১৪২৮ / অক্টোবর ২০২১

অনুলিপি (জ্ঞাতার্থে) :

১. সচিবের একান্ত সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন-২) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের অবগতির জন্য)।
৩. অফিস কপি।

অভিজিৎ রায়
উপসচিব

সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

Senior Secretary
Internal Resources Division
and
Chairman
National Board of Revenue

আধা-সরকারি পত্র নম্বরঃ ০৮.০১.০০০০.০৩৮.০৫.০১০.২০২১. ৩৭৫

তারিখঃ ২৫-০৩-২০২১ খ্রিঃ।

প্রিয় শহীদ উল্লা

শুভেচ্ছা নিবেন। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন, রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে সরকারের চলমান উন্নয়ন কর্মকান্ডের ধারা নিরবিচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত রাখতে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে রাজস্ব আহরণের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। রাজস্ব আহরণের অন্যতম প্রধান উৎস হলো আয়কর। চলতি বছরে কেবলমাত্র আয়কর খাত থেকে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৯৭ হাজার কোটি টাকা। এ বিপুল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আপনার সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছে।

০২। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে আয়কর রিটার্ন দাখিল ও উৎসে কর কর্তন কার্যক্রম বেগবান করার লক্ষ্যে গত ১৫-০৩-২০২১ তারিখ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে রাজস্ব আদায় কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ দশটি (১০) মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধিগণের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয়, বর্তমানে কোন পণ্য সরবরাহ, চুক্তি সম্পাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দরপত্র (Tender) দাখিলের ক্ষেত্রে E-TIN সার্টিফিকেট দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অনুরূপভাবে ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন/মোটরযান রেজিস্ট্রেশন/নবায়ন/ নৌযান রেজিস্ট্রেশন/নবায়ন/IRC/ERC ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তি ও নবায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে E-TIN সনদপত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, একজন E-TIN ধারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় (Automated) E-TIN সনদপত্র গ্রহণ করে ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন/মোটরযান, নৌযান নবায়ন/ ঠিকাধারী সরবরাহকারী হিসেবে তালিকাভুক্তি, IRC/ERC প্রাপ্তি ইত্যাদি সুবিধা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছেন। কিন্তু এরূপ E-TIN ধারীর একটি উল্লেখ্যযোগ্য অংশ আয়কর রিটার্ণ দাখিল হতে বিরত থাকছেন। যেমন একজন মোটরযান মালিক রিটার্ণ দাখিল না করেই E-TIN সনদপত্র দাখিল পূর্বক তাঁর মোটরযান নবায়নে সক্ষম হচ্ছেন। বিদ্যমান ব্যবস্থাতে (আয়কর আইনে) যেহেতু রিটার্ণ দাখিল না করার কারণে E-TIN প্রত্যাহারের সুযোগ নেই অথবা সয়ংক্রিয় সনদপত্র প্রদান বারিত নয় সেহেতু অসাধু E-TIN ধারীর জন্য রিটার্ণ দাখিল না করে আয় গোপন ও কর পরিহারের সুযোগ থেকে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে E-TIN সনদপত্রের পাশাপাশি দরপত্রে অংশগ্রহণ, ঠিকাধারী তালিকাভুক্তি সমেত উল্লিখিত সকলক্ষেত্রে সর্বশেষ করবর্ষের জমা দেওয়া আয়কর রিটার্নের প্রাপ্তিস্বীকার পত্র দাখিলের বাধ্যবাধকতা মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর এর নীতিমালায় অন্তর্ভূক্ত করলে Tax Net এবং Tax Compliance বৃদ্ধি পাবে।

০৩। এই প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্ত দপ্তর সমূহের ক্রয়/তালিকাভুক্তি/নিবন্ধন/সনদপত্র প্রদান ইত্যাদি সংক্রান্ত নীতিমালাতে E-TIN সনদপত্রের পাশাপাশি সর্বশেষ অর্থবর্ষের আয়কর রিটার্ণের প্রাপ্তিস্বীকারপত্র (acknowledgment slip) দাখিল বাধ্যতামূলক করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ করছি।

সরকারের রাজস্ব আহরণ কার্যক্রমে আপনার একান্ত সহযোগিতা কামনা করছি।

২৫/০৩/২০২১

(আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম)
সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

সচিব
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-২ (কর)
www.ird.gov.bd

সভাপতি	আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম সিনিয়র সচিব
সভার তারিখ	১৫ মার্চ ২০২১
সভার সময়	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতে সভাপতি সরকারের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে রাজস্ব আহরণের আওতা বাড়ানোর বিষয়ে আলোকপাত করেন। সভাপতি বলেন যে, সরকারের সকল ইউনিট এর মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সহযোগিতা করলে দেশের রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পাবে। সরকারের রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কিছু লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে যেমন- আগামী বাজেট থেকে ই-ফাইলের মাধ্যমে আয়কর রিটার্ন দাখিল, withholding tax কর্তন জোরদারকরণ এবং সেবার মান উন্নয়ন। তিনি আরো বলেন যে, রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি করতে হলে কর নেট বাড়াতে হবে যার কোন বিকল্প নেই। ই-টিআইএন ধারী করদাতা যথাযথভাবে ও ঠিকমত আয়কর রিটার্ন দাখিল করেন কিনা তা নজরদারির আওতায় আনতে হবে। কেননা রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য কর জিডিপি'র অনুপাত (Tax GDP Ratio) বাড়াতে হবে। কেবলমাত্র ই-টিআইএন ধারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেই হবে না আয়কর রিটার্ন দাখিলকারী করদাতার সংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ প্রসংগে তিনি জানান যে, একজন E-TIN ধারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় (Automated System) E-TIN সনদপত্র গ্রহণ করে ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন/মোটরযান, নৌযান নবায়ন/ঠিকাদারী/সরবরাহকারী হিসেবে তালিকাভুক্তি, IRC/ERC প্রাপ্তি ইত্যাদি সুবিধা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছেন। কিন্তু এরূপ E-TIN ধারীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আয়কর রিটার্ন দাখিল হতে বিরত থাকছেন। যেহেতু বিদ্যমান আয়কর আইনে রিটার্ন দাখিল না করার কারণে E-TIN প্রত্যাহারের সুযোগ নেই অথবা স্বয়ংক্রিয় সনদপত্র প্রদান বারিত নয় সেহেতু অসাধু E-TIN ধারীর জন্য আয়কর রিটার্ন দাখিল না করে আয় গোপন ও কর পরিহারের সুযোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে দরপত্রে অংশগ্রহণ, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদারী তালিকাভুক্তি ও নবায়ন সমেত যে সকল ক্ষেত্রে E-TIN সনদ প্রদানের বিধান আছে সে সকল ক্ষেত্রে E-TIN সনদপত্রের পাশাপাশি সর্বশেষ কর বর্ষের আয়কর রিটার্ন জমার প্রাপ্তি স্বীকারপত্র দাখিলের বাধ্যবাধকতা মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর এর নীতিমালায় অন্তর্ভূক্ত করলে Tax Net এবং Tax Compliance বৃদ্ধি পাবে। যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান বা সরবরাহকারীর মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করে তাদের ঠিকাদার/ সরবরাহকারীর পক্ষে উৎসে কর কর্তন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উৎসে কর কর্তনের রিটার্ন দাখিল করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যা যথাযথভাবে ও সঠিক সময়ে জমা দেওয়া হয় কিনা এ বিষয়সমূহ মনিটরিং জোরদার করতে হবে। এ ছাড়াও আয়কর রিটার্ন দাখিল করার ক্ষেত্রে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের স্টেকহোল্ডারদের যাতে উৎসাহিত করে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

৫ অতঃপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (কর জরিপ ও পরিদর্শন) করনেট সম্প্রসারণ ও উৎসে কর কর্তন বিষয়ে সার্বিক তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন। উপস্থাপন শেষে মুক্ত আলোচনায় প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রম	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	আয়কর রিটার্ন দাখিল ও উৎসে কর কর্তন কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত দপ্তর, অধঃস্তন অফিস ও প্রকল্পসমূহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেন আয়কর বিষয়ক যথাযথ প্রমাণাদি যাচাই ব্যতীত কোন বিল বা মূল্য পরিশোধ না করে সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করতে হবে।	স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ
২	বিদ্যমান দরপত্র আইন/নীতিমালায় কোন পন্য সরবরাহ চুক্তি সম্পাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দরপত্র (Tender) দাখিলের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রমাণাদির সাথে ই-টিআইএন (E-TIN) সনদপত্র দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। একইভাবে ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন/মোটরযান রেজিস্ট্রেশন/নবায়ন/নৌযান রেজিস্ট্রেশন/ নবায়ন/IRC/ERC ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তি ও নবায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে E-TIN সনদপত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এক্ষেত্রে E-TIN সনদপত্রের পাশাপাশি দরপত্রে অংশগ্রহণ, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদারী তালিকাভুক্তি ও নবায়ন সমেত প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে সর্বশেষ করবর্ষের আয়কর রিটার্ন জমার প্রাপ্তি স্বীকারপত্র দাখিলের বাধ্যবাধকতা মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর এর নীতিমালায় অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও e-GP তে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য Central Procurement Technical Unit (CPTU)-কে অনুরোধ করতে হবে।	স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৩	বিল প্রদানকারী/ উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মন্ত্রণালয়/বিভাগ অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের চুক্তি/ক্রয়/তালিকাভূক্তি/নিবন্ধন/সনদপত্র প্রদান ইত্যাদি সংক্রান্ত নীতিমালাতে অন্যান্য প্রমাণাদির সাথে E-TIN সনদপত্রের পাশাপাশি সর্বশেষ করবর্ষের আয়কর রিটার্ন জমা প্রদানের প্রাপ্তি স্বীকার পত্র (Acknowledgment Slip) এর কপি দাখিল বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করতে হবে।	স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৪	মন্ত্রণালয়/বিভাগ বা আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা সকল ক্ষেত্রে বিল প্রদানকারী/উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে যাতে সঠিক হারে উৎসে আয়কর কর্তন করেন ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিত করেন সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করতে হবে। এ বিষয়ে প্রতিটি কর অঞ্চলের উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং টীমসমূহকে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহায়তা করার জন্যও অনুরোধ করতে হবে।	স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৫	বিল প্রদানকারী/উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ তাদের অংশীজনদের নিকট থেকে আয়কর রিটার্নের প্রাপ্তিস্বীকারপত্র গ্রহণ ও সঠিক হারে উৎসে আয়কর কর্তন বিষয়ে কোন প্রশ্ন থাকলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইট (www.nbr.gov.bd), কর (নীতি) শাখা অথবা সংশিষ্ট কর অঞ্চলের সহায়তা নিতে পারবেন।	স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

০৩। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৪/০৫/২০২২

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
(স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
বাজেট শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

নং- ৪৬.০০.০০০০.০২৩.০২০.০০৪.২০১৯- ৫০৭

তারিখঃ ০৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ / ২৩ মে ২০২১

বিষয়ঃ ক্রয়/তালিকাভুক্তি/ নিবন্ধন/ সনদপত্র প্রদান, ট্রেড লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন ইত্যাদি প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালাতে E-TIN সনদপত্রের পাশাপাশি সর্বশেষ অর্থবর্ষের আয়কর রিটার্নের প্রাপ্তিস্বীকারপত্র (acknowledgment slip) দাখিল।

সূত্রঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ২৫/০৩/২০২১ তারিখের ০৮/০১.০০০০.০৩৮.০৫.০১০.২০২১.৩৬৮ নং আধা-সরকারি পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ হতে প্রাপ্ত আধা-সরকারি পত্রটি এ সাথে প্রেরণ করা হল। উক্ত আধা-সরকারি পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের ক্রয়/তালিকাভুক্তি/ নিবন্ধন/ সনদপত্র প্রদান, ট্রেড লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন ইত্যাদি প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালাতে E-TIN সনদপত্রের পাশাপাশি সর্বশেষ অর্থবর্ষের আয়কর রিটার্নের প্রাপ্তিস্বীকারপত্র (acknowledgment slip) দাখিল বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

এ কে এম মিজানুর রহমান ২৩/০৫/২০২১
উপসচিব
ফোন- ৯৫৭৫৫৭৩
E-mail: lgadmin1@lgd.gov.bd

বিতরণ (স্থানীয় সরকার বিভাগ):

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল)/মহাপরিচালক (মইই), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২। যুগ্মসচিব/পরিচালক (সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩। উপসচিব (সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৫। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৬। সহকারী সচিব(সকল)/হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/সহকারী প্রোগ্রামার/সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

দপ্তর/সংস্থা/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান:

১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, ঢাকা/রেজিস্ট্রার জেনারেল, রেজিষ্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন।
৩। প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা/চট্টগ্রাম ওয়াসা/খুলনা ওয়াসা/রাজশাহী ওয়াসা।
৬। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গাজীপুর/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল/নারায়নগঞ্জ/কুমিল্লা/রংপুর/ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।
৭। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ঢাকা মশক নিবারণী দপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

১। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।